কর্ম্মত্যাগ অনধিকারীর প্রতি বুঝিতে হইবে। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৫ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতিই এই প্রকারই উপদেশ করিয়াছেন--হে মুনিবর! শ্রীহরির যশ বর্ণন বিনা মহাভারতাদিতে তুমি যে ধর্ম্মাদি বর্ণন করিয়াছ, তাহাতে মানবের কোনই ফললাভ হইতে পারে না; বরঞ্চ তাহা বিরুদ্ধই হইয়াছে। যেহেতু স্বভাবতঃ নিন্দিত কাম্যকর্ম্মাদিতে অনুরক্ত পুরুষের প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অনুশাসন করা তোমার অত্যন্তই অন্যায় হইয়াছে। কারণ যে নিন্দিত কাম্যকর্ম্মে স্বভাবতঃই মানবের রুচি বিদ্যমান আছে, তাহার জন্য আবার উপদেশ করা অন্যায় কি? বিশেষতঃ যাহার উপদেশবাক্যে প্রাকৃতজন "এইটি-ই মুখ্যধর্ম্ম"—এইভাবে নিশ্চয় করে, তাহার উপদেশবাক্যের উপরে অন্যে কোনও বিজ্ঞব্যক্তি কাম্যকর্ম্মের দোষ দেখাইয়া নিষেধ করিলেও অন্য মানিবে না। কারণ, তাহারা বলিবে যে—কাম্যকর্ম্ম নুষ্ঠানের জন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপদেশ আমরা মানিব কেন?" এই প্রকারে তোমার উপদেশে জগতের যে কত বড় একটা অন্যায় হইয়াছে, তাহা আর ভাষায় কত বলিব—তুমি নিজেই তাহা বুঝিতে পার। তুমি যদি এত বড় মহর্ষি না হইতে, তাহা হইলে তোমার ঐ জাতীয় উপদেশে জগতের এত বড় অকল্যাণ হইত না। ৬।৯।৫০ শ্লোকে অজিত নামা শ্রীভগবান্ যে উপদেশ করিয়াছেন, সেটিও কর্ম্মপরিত্যাগে অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজে বেশ বুঝিতে পারেন—"কর্ম্মাসক্তি-ই জীবের অনর্থের মূল কারণ এবং কর্ম্মাসক্তিত্যাগই শান্তির নিদান" ইহা জানা সত্ত্বেও অজ্ঞব্যক্তিকে কখনও কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করেন না; যেমন, যে জন উত্তম চিকিৎসক হবেন, সে জন কখনও রোগীর ইচ্ছানুরূপ অপথ্য দান করেন না। এস্থানে অনন্যভক্তি-অনুষ্ঠানে অধিকারিতার প্রতি শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু; এবং সেই শ্রদ্ধাও ভক্তিমাহাত্ম্য-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি এইপ্রকার কর্ম্মত্যাগের উপদেশ সম্ভবপর হয় না। তথাপি কোনও প্রকারে সেই ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও পূর্ব্বজন্মের ভক্তি সংস্কার আছে—এইরূপ অনুমান করিয়াই কর্ম্মত্যাগের অধিকারী নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মত্যাগের উপদেশ করা দোষাবহ নয়। অর্থাৎ ভগবান প্রতি অজিত যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ আছে—"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন ব্যক্তজ্ঞায় কর্ম্ম।" এই শ্লোকে অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ করিবে না—এইরূপ উপদেশ থাকায় কর্ম্মত্যাগের অনধিকারী শ্রদ্ধাবিহীন অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ করাতে কর্ম্মত্যাগে অনাধিকারীকে উপদেশ করা